ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪২
এপ্রিল- জুন : ২০১৫

ইসলামী অর্থনীতিতে মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্

মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ্ খন্দকার*

[**সারসংক্ষেপ:** *ইসলামী শরী'আহ্র প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করা। এ ক্ষেত্রে শুধু ব্যক্তিবিশেষের কল্যাণ নয়, বরং সামগ্রিকভাবে গোটা মানবজাতির কল্যাণ বিবেচনা করা হয়। আবার ইসলামী শরী'আহ্ শুধু পারলৌকিক কল্যাণের পথই দেখায় না, দেখায় কীভাবে ইহলোকেও শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ অর্জন করা যায়। অন্য দিকে কল্যাণের বিপরীত অকল্যাণ। এই অকল্যাণ দূর করাও শরী'আহ্র উদ্দেশ্য। কাজেই বলা যায়, সব ধরনের কল্যাণ সাধন এবং অকল্যাণ বা ক্ষতি দূর করা ইসলামী শরী'আহ্র অন্যতম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। ইসলামী শরী'আহ্র এসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে পরিভাষায় 'মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্' বলা হয়। ইসলামী শরী'আহ্র পাঁচটি মৌলিক উদ্দেশ্যের একটি 'হিফয আল-মাল' বা সম্পদ সংরক্ষণ। ইসলামী অর্থনীতি এ 'হিফয আল-মাল'-এর অন্তর্ভুক্ত। পরিবর্তনশীল বিষয় হিসেবে অর্থনীতির ক্ষেত্রে মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্র কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে কল্যাণধর্মী অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য ও কৌশল নির্ধারণ। এ প্রয়াসে মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্র আলোকে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সৌন্দর্য এ প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্র সংজ্ঞা, ইসলামী শরী'আহ্র মৌলিক উদ্দেশ্যাবলি, ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা, ইসলামী অর্থনীতিতে শরী'আহ্র সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্য বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে আলোচিত হয়েছে। এর মাধ্যমে মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্র আলোকে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বণ্টনের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা ও এর আলোকে নতুন অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ ও সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে।*]

১. ভূমিকা

মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্ ইসলামী আইন-দর্শনের সঙ্গে জড়িত একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। এটি ইসলামী আইনের একটি সম্পূরক উৎসও। সময়ের আবর্তনে মানুষের জীবনে নানাবিধ নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে সময়োপযোগী আইন প্রণয়ন করতে হয়। এ নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শরী'আহ্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ ছাড়া আইনটি কেন প্রণয়ন করা হচ্ছে, এর উদ্দেশ্য কী, আইনটি দিয়ে মানুষের কী কল্যাণ সাধিত হবে ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় আনা হয়।

* সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, শরী'আহ সেক্রেটারিয়েট, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.।

একইভাবে উক্ত আইনটির ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ্তে যে সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে তার উদ্দেশ্যও বিবেচনা করা হয়। তাই বলা যায়, যেসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইসলামী শরী'আহ্র বিধিবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলোকে নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করাই মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্র মূল আলোচ্য বিষয়।

হিফয আল-নফস বা জীবন সংরক্ষণ, হিফয আল-দ্বীন বা ধর্ম সংরক্ষণ, হিফয আল-আকল বা বিবেক সংরক্ষণ, হিফয আল-নসল বা বংশধারা সংরক্ষণ ও হিফয আল-মাল বা সম্পদ সংরক্ষণ এই পাঁচটি বিষয়কে ইসলামী শরী'আহ্র মৌলিক উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

মানুষের জীবনকে সুখময় ও শান্তিপূর্ণ করার জন্য মহান আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর সকল সম্পদ। এসব সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ আর মানুষকে দেওয়া হয়েছে ভোগ-ব্যবহারের অধিকার। দুনিয়ায় মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সম্পদ একটি জরুরি উপাদান। এ জন্য ইসলামী শরী'আহ্ এ সম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশকে তার মূল উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং এর উৎপাদন, বণ্টন, হস্তান্তর ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেয় সুস্পষ্ট নির্দেশনা। শরী'আহ্র এসব নির্দেশনা ও বিধিবিধান অনুসরণ করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের মাধ্যমে কল্যাণধর্মী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিনির্মাণ করা যায়। একইভাবে মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্কে বিবেচনায় রেখে সমসাময়িক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দেওয়া সম্ভব হয়।

২. মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্র সংজ্ঞা

মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্ আরবী দুটি শব্দ 'মাকাসিদ' (مقاصد) ও 'শরী'আহ্'(شريعة)-এর সমন্বয়ে গঠিত। 'মাকাসিদ' শব্দটি 'মাকসাদ' বা 'মাকসিদ' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হলো, ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, গন্তব্য, তাৎপর্য, মর্ম, বক্তব্য ইত্যাদি। এসবের মধ্যে প্রধানতম অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য। আর শরী'আহ্ শব্দের আভিধানিক অর্থ দীন, পথ, জীবনব্যবস্থা, নিয়মনীতি ইত্যাদি। সুতরাং মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্'র অর্থ করা যায়– শরী'আহ্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। আরবীতে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝানোর জন্য 'হাদাফ' (هدف) শব্দটিও ব্যবহার করা হয়। এর অর্থ উদ্দেশ্য বা সুউচ্চ ভিত্তিভূমি বা বালিয়াড়ির শীর্ষদেশ বা পর্বতের চূড়া।

মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্র ক'টি প্রামাণ্য সংজ্ঞা হলো :

২.১. ইমাম আবু হামিদ আল-গাযালী রহ. বলেন,

ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.

শরী'আহ্র প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের আকীদা-বিশ্বাস, জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, সন্তান-সন্ততি ও সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে তাদের কল্যাণ সাধন করা। যা কিছু এই পাঁচটি জিনিসের সংরক্ষণ নিশ্চিত করে তা-ই জনকল্যাণকর ও কাম্য। অপরদিকে যা এগুলোর ক্ষতি করে তা অকল্যাণকর এবং এর দূরীকরণই কাম্য।[১]

২.২. ইমাম আবু ইসহাক শাতিবী রহ. বলেন,

المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدا لله اختيارا، كما هو عبد لله اضطرارا.

শরী'আহ্র প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে তার খেয়ালখুশির বন্ধন থেকে মুক্ত করা, যাতে সে স্বেচ্ছায় আল্লাহ্র বান্দাহ্য় পরিণত হতে পারে, যেভাবে সে বাধ্যগতভাবে তাঁর বান্দাহ্ হয়ে আছে।[২]

২.৩. মুহাম্মদ আত-তাহির ইবনে আশূর বলেন,

المقصد العام من التشريع وهوحفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان ويشمل صلاحه صلاح عقله وصلاح عمله، وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه

ইসলামী শরী'আহ্র সার্বিক উদ্দেশ্য হলো মানবসমাজের শৃঙ্খলা সংরক্ষণ করা এবং মানবজাতির কল্যাণ ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে তাদের সার্বজনীন ও সার্বক্ষণিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। মানুষের কল্যাণ গঠিত হয় তাদের বিবেক-বুদ্ধির সুস্থতা, কর্মের যথার্থতা এবং যেখানে সে বসবাস করে সেখানকার পার্থিব বস্তুনিচয়ের উত্তমতার দ্বারা।[৩]

২.৪. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন,

إن مقاصد الشريعة انما هي جلب المصالح للناس ودرء المضار والمفاسد عنهم

মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্ হলো মানুষের কল্যাণ সাধন করা এবং ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলা দূর করা।[৪]

১. আবু হামিদ আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা মিন ইলম আল-উসূল*, কায়রো : আল-মাকতাবাহ আল-তিজারিয়্যাহ, ১৯৭৩, খ. ১, পৃ. ১৩৯-১৪০

২. ইব্রাহীম ইবনু মূসা আশ-শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত*, রিয়াদ: দারু ইবনি 'আফফান, ১৯৯৭, খ. ২, পৃ. ২৮৯

৩. মুহাম্মদ আত-তাহির ইবনু আশূর, *ট্রিটিজ অন মাকাসিদ আল-শরী'আহ্*, ওয়াশিংটন : দি ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০৬, পৃ. ৯১

৪. ইউসুফ আল কারযাভী, *ফিকহুয-যাকাত*, বৈরুত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০০, খ. ১, পৃ. ৩১

২.৫. প্রফেসর ড. আহমাদ আর-রাইসুনী বলেন,

مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

সকল মানুষের কল্যাণার্থে যেসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য শরী'আহ্ প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলোই হলো মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্।[৫]

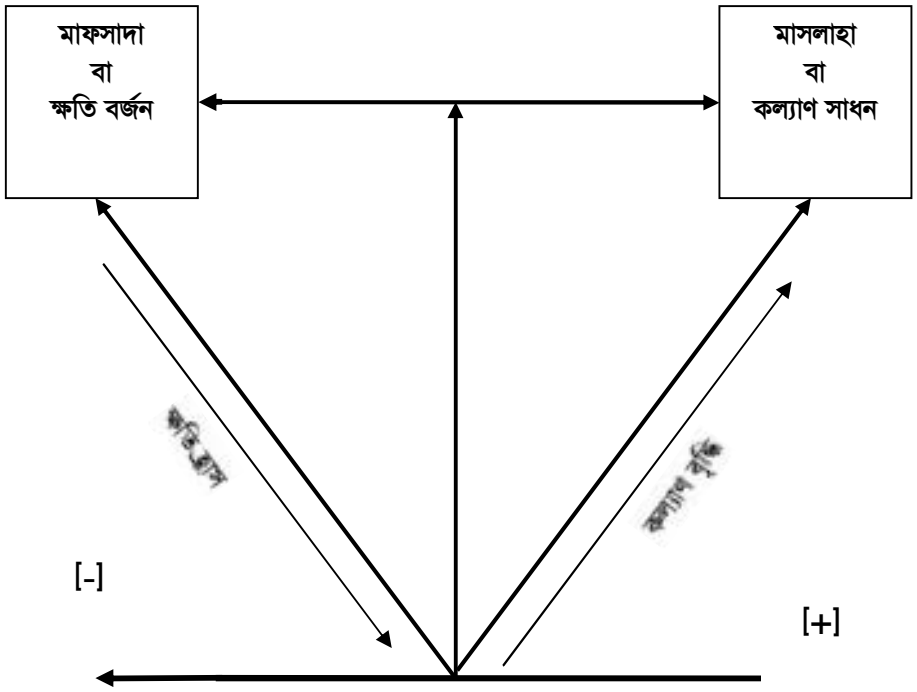

মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্

চিত্র-১

৩. ইসলামী শরী'আহ্র মৌলিক উদ্দেশ্যাবলি

ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্যাবলি কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার ভেতর সীমাবদ্ধ নয়। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের মুজতাহিদ, ইমাম ও ফকীহগণ কুরআন-সুন্নাহ্ গবেষণাপূর্বক শরী'আহ্র বহু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরেছেন। ইমাম গাযালী রহ. ও তাঁর শিক্ষক ইমামুল হারামাইন আবু আল-মা'আলী আল-জুয়াইনী রহ. দীন, প্রাণ, বুদ্ধি, বংশ ও

৫. ড. আহমদ আর-রাইসুনী, *নাযরিয়াতুল মাকাসিদ ইনদাল ইমাম আশ-শাতিবী*, রিয়াদ : দারুল আল্লামিয়্যাহ্, ১৯৯০, পৃ. ১৯

সম্পদ সংরক্ষণকে ইসলামী শরী'আহ্র ওয়াজিব পর্যায়ের উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পরবর্তীতে ইমাম শাতিবী রহ. তাঁদের এই তালিকাকে সমর্থন করেছেন এবং এগুলোকে শরী'আহ্র মূলনীতি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

এম. উমর চাপড়া বলেন, ইমাম গাযালী ও শাতিবী রহ. সমর্থিত উক্ত পাঁচটি বিষয়ই শুধু শরী'আহ্র উদ্দেশ্য নয়, বরং কুরআন-সুন্নাহ্ ও ইসলামী শরী'আহ্ বিষেশজ্ঞগণের চিন্তাধারা আরো অনেক উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের সাক্ষ্য দেয়। তবে উক্ত পাঁচটি বিষয়ের সংরক্ষণকে মূল বা প্রাথমিক এবং অন্যগুলোকে আনুষঙ্গিক বা অনুগামী (corollary) উদ্দেশ্য বলা যেতে পারে। আবার কখনো কখনো এসব আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য মূল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্যের গুরুত্বও অপরিসীম। সময়ের ব্যবধানে আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয়ে থাকে। তাই তিনি বলেন, সময় পরিবর্তিত হয়েছে এবং মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনে পরিবর্তন এসেছে। ফলে আমাদেরকে বর্তমানের আলোকে শরী'আহ্র উদ্দেশ্যাবলি নিয়ে আলোচনা করতে হবে।[৬]

প্রাচীন গ্রন্থাদি অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, তখনকার সময়েও শরী'আহ্র উদ্দেশ্য শুধু উক্ত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং সে সময় আরো বহু বিষয়কেই মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন, শিহাব উদ্দিন আল-কারাফী মানুষের সম্মান রক্ষা করাকে (protection of honour) ইমাম গাযালী রহ.-এর বিদ্যমান উক্ত তালিকায় যোগ করেন। ইবনুল কাইয়্যিম রহ. আদল বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা (establishing justice), সমাজকল্যাণ সংরক্ষণ (protection of social welfare) এবং অন্যায় ও অসামাজিক কার্যকলাপের নিষিদ্ধকরণকে (prohibition of injustice and unsocial activities) মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্র অন্তর্ভুক্ত করেন।

সম্ভবত ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্র বিদ্যমান তালিকার সাথে বহু নতুন বিষয় যোগ করেন। তিনি চুক্তি সম্পাদন, আত্মীয়তার বন্ধন সংরক্ষণ, প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি বিষয় যেগুলো দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা, আন্তরিকতা, সততা, আত্মিক পরিশুদ্ধি ইত্যাদি যেগুলো আখিরাতের সাথে জড়িত এর সবই মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্ হিসেবে চিহ্নিত করেন।[৭]

৬. এম. উমর চাপড়া, *দি ইসলামিক ভিশন অব ডেভেলপমেন্ট অন দি লাইট অফ মাকাসিদ আল-শরী'আহ্*, লন্ডন : ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (আইআইআইটি), ২০০৮, পৃ. ৭

৭. মুহাম্মদ হাশিম কামালী, *মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ মেড সিম্পল*, লন্ডন : ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (আইআইআইটি), ২০০৯, পৃ. ৮

রশীদ রিযা যেসব বিষয়কে মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্ হিসেবে চিহ্নিত করেন সেগুলো হলো : বিশ্বাসের স্তম্ভসমূহের পুনর্গঠন (reform of the pillars of faith), এই সচেতনার বিস্তার যে, ইসলাম হলো বিশুদ্ধ স্বভাবগত প্রবণতা, যুক্তি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পরীক্ষা ও স্বাধীনতার ধর্ম এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।[৮]

বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত পণ্ডিত আত-তাহির ইবনে আশূর কুরআন-সুন্নাহ্ গবেষণা করে মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্ শনাক্ত করেছেন। তিনি শৃঙ্খলা (orderliness), সাম্য (equality), স্বাধীনতা (freedom) ও ফিতরাত বা খাঁটি স্বভাবধর্মের সংরক্ষণকে (preservation pure natural disposition) মাকাসিদের অন্তর্ভুক্ত করেন।[৯]

ড. ইউসুফ আল কারযাভী মানুষের বিশ্বাসের সংরক্ষণ, মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা (maintaining human dignity and rights), ইবাদতের প্রতি আহ্বান (calling people to worship), নৈতিক মূল্যবোধের সংরক্ষণ (restoring moral values), ভালো পরিবার গঠন (building good families), নারীদের সাথে ভালো ব্যবহার (treating women fairly), শক্তিশালী ইসলামী জাতি গঠন (building a strong Islamic nation), সহযোগিতাপূর্ণ বিশ্ব গঠন (cooperative world) ইত্যাদিকে মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্র অন্তর্ভুক্ত করেন।[১০]

ইমাম গাযালী রহ. ও তাঁর শিক্ষক আল-জুওয়াইনী রহ. কর্তৃক চিহ্নিত দীন, প্রাণ, জ্ঞান, বংশ ও সম্পদ সংরক্ষণ করাকে অধিকাংশ ফকীহ শরী'আহ্র মৌলিক উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করলেও তাঁরা কেউ-ই গাযালীর পরম্পরা (sequence) অনুসরণ প্রয়োজনীয় মনে করেননি। এমনকি শাতিবী রহ.-ও সবসময় তা অনুসরণ করেননি। অবশ্য পরম্পরা সাজানোর বিষয়টি নির্ভর করে আলোচনার ধরন ও প্রকৃতির ওপর। ইমাম গাযালী রহ.-এর এক শতাব্দী পর প্রখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত ফখরুদ্দীন আর-রাযী রহ. জীবন (নফস) সংরক্ষণকে শরী'আহ্র উদ্দেশ্যাবলির প্রথমে স্থান দেন।[১১] তাঁর বিন্যাসটি ছিল প্রাণ, সম্পদ, বংশ, দীন ও জ্ঞান।[১২]

জীবন (النفس) বা প্রাণসত্তাকে ইসলামী শরী'আহ্র প্রথম উদ্দেশ্য হিসেবে দেখালে যে চিত্র দাঁড়ায় তা হলো,

৮. জাসের আওদা, *মাকাসিদ আল-শরী'আহ্ এ্যজ ফিলোসোফি অব ইসলামিক ল'*, লন্ডন : দি ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০৮, পৃ. ৬

৯. জাসের আওদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

১০. জাসের আওদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

১১. এম. উমর চাপড়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

১২. ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল *'আতি মুহাম্মদ 'আলী, আল মাকাসিদুশ্ শারী'আহ্ ওয়া আছারুহা ফিল ফিকহিল ইসলামী*, কায়রো : দারুল হাদীস, ২০০৭, পৃ. ১৬৪

চিত্র-২

৪. ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা

ইসলামী অর্থনীতি হলো ইসলামী শরী'আহ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই বলা যায়, ইসলামী অর্থনীতি বলতে এমন একটি অর্থব্যবস্থাকে বুঝাবে যার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য এবং কর্ম-পদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামী শরী'আহ্র নীতিমালা ও আদর্শ প্রতিফলিত হবে। ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্য যেমন মানবতার কল্যাণ সাধন করা তেমনি ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্যও হলো মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করা। যেমন, মুহাম্মদ বিন হাসান তুসী (১২০১-১২৭৪ খৃ.) ও ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খৃ.) ইসলামী অর্থনীতিকে জনসাধারণের কল্যাণের সাথে জড়িত বিজ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী অর্থনীতিকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করছেন। এগুলোর মধ্যে ক'টি হলো :

ড. এস. এম. হাসানউজ্জামান বলেন,

> Islamic Economics is the knowledge and application of injunctions and rules of the Shariah that prevent injustice in the acquisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human beings and enables them to perform their obligation to Allah and the society.[১৩]
>
> ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে বস্তুগত সম্পদ আহরণ ও বণ্টন প্রক্রিয়ায় অবিচার, জুলম ইত্যাদি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে শরী'আহ্র বিধি-নিষেধ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ, যাতে করে মানুষ আল্লাহ্ ও সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম হয়।

ড. এম. নাজাতুল্লাহ্ সিদ্দিকী বলেন,

> Islamic economics is the Muslims thinkers response to the economic challenges of their times. In this endeavour they are aided by the Quran and the Sunnah as well as by reason and experience.[১৪]
>
> সমকালীন অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় মুসলিম চিন্তাবিদগণের জবাবই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি। এই প্রচেষ্টায় তারা কুরআন ও সুন্নাহ্ এবং যুক্তি ও অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকেন।

ড. এম উমর চাপরা বলেন,

> Islamic economics is that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resource that is in conformity with Islamic teachings without unduly curbing individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances.[১৫]
>
> ইসলামী অর্থনীতি জ্ঞানের সেই শাখা, যা ইসলামের শিক্ষার সাথে সঙ্গতি রেখে দুষ্প্রাপ্য সম্পদের বণ্টন ও বরাদ্দের মাধ্যমে এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা অযথা খর্ব ও সামষ্টিক অর্থনীতি এবং পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি না করে মানবীয় কল্যাণ অর্জনে সহায়তা করে।

---

১৩. এস. এম. হাসানুজ্জামান, ডিফিনেশন অব ইসলামিক ইকোনোমিক্স, *জার্নাল অব রিসার্স ইন ইসলামিক ইকোনোমিক্স*, জেদ্দা, ১৯৮৪, পৃ. ৫২

১৪. এম. নাজাতুল্লাহ্ সিদ্দিকী, *হিস্টরি অব ইসলামিক ইকোনোমিক থ্যট*, লেকচার অন ইসলামিক ইকোনোমিক্স, ইসলামিক রিসার্স অ্যান্ড ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, জেদ্দা, ১৯৯২, পৃ. ৩৩

১৫. এম. উমর চাপরা, *হোয়াট ইজ ইসলামিক ইকোনোমিক্স?* ইসলামিক রিসার্স অ্যান্ড ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, জেদ্দা, ১৯৯৬, পৃ. ৩৩

৫. ইসলামী অর্থনীতিতে মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্

ইসলামী অর্থনীতিতে মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্ মূলত হিফয আল-মাল-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়। হিফয আল-মাল বা সম্পদ সংরক্ষণ বলতে বুঝায় চুরি, ডাকাতি ও অন্যান্য সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ থেকে সম্পদ রক্ষা করা, ন্যায়নীতি ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পদ অর্জন ও লেনদেন পরিচালনা করা এবং এমন হাতে তা আমানত রাখা, যে হাত তা সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবে। আবার আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদ অর্জনের যেসব পন্থা-পদ্ধতি হালাল করেছেন, তার বাইরে গিয়ে মানুষের সম্পদ গ্রাস না করাও হিফয আল-মালের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম গাযালী ও শাতিবী রহ. উভয়ই হিফয আল-মাল বা সম্পদ সংরক্ষণকে পাঁচটি মৌলিক উদ্দেশ্যের সর্বশেষ উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সম্পদ সংরক্ষণের গুরুত্ব কম। প্রকৃতপক্ষে সম্পদের গুরুত্ব এতই অধিক যে, এটি ছাড়া অন্য চারটি উদ্দেশ্যের মাধ্যমে মানুষের পূর্ণ কল্যাণ সাধন করা যায় না। সম্ভবত এ কারণেই ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী 'হিফয আল-মাল'কে হিফয আন-নফস-এর পরেই উল্লেখ করেছেন।[১৬] মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্র আলোকে ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্য।

৬. ইসলামী অর্থনীতিতে শরী'আহ্র সাধারণ উদ্দেশ্য

ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী জীবনব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নকেও সমান গুরুত্ব দেয়া হয়। সম্পদ সংরক্ষণ, এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতের মাধ্যমে সার্বিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, আল-মাসলাহা আল-আম্মাহ্ বা জনস্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং জনস্বার্থ ও সুবিচার বিরোধী কাজ প্রতিহত করার লক্ষ্যে ইসলামী অর্থনীতির সাধারণ উদ্দেশ্যগুলো হলো :

- সম্পদ সংরক্ষণ
- অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা
- অর্থনৈতিক দাসত্ব মোচন
- মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন
- মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও জীবনমান উন্নত করা
- সর্বাধিক বিনিয়োগ, উৎপাদন ও পূর্ণকর্মসংস্থান
- অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার কায়েম করা
- সহযোগিতামূলক অর্থনৈতিক পরিবেশ
- দরিদ্র ও অসহায়দের অধিকার সংরক্ষণ

১৬. এম. উমর চাপড়া, *দি ইসলামিক ভিশন অব ডেভেলপমেন্ট অন দি লাইট অফ মাকাসিদ আল-শরী'আহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

- নারীর অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা
- অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন
- আয় ও সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বণ্টন
- কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন

৬.১. সম্পদ সংরক্ষণ

হিফয আল-মাল বা সম্পদ সংরক্ষণ ইসলামী শারী'আহ্র মৌলিক ও চিরন্তন নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত। হিফয আল-মাল পরিভাষাটি ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে থাকে। এটি মূলত সম্পদ অর্জন, উন্নয়ন ও বণ্টন, মূলধন গঠন, সম্পদের সঞ্চালনসহ পুরো সম্পদ ব্যবস্থাপনাকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

সম্পদ সংরক্ষণের ব্যাপারে আল কুরআন ও সুন্নাহ্তে বহু দিক-নির্দেশনা রয়েছে এবং ইসলামী শরী'আহ্ এ ব্যাপারে বহু আইন-কানুন প্রণয়ন করেছে। এখানে তা থেকে ক'টি তুলে ধরা হলো :

৬.১.১. মালিকানা রক্ষার মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ

সম্পদ সংরক্ষণের একটি পদ্ধতি হলো তা কারো জিম্মায় বা মালিকানায় দিয়ে দেয়া। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তি তার মালিকানাভুক্ত সম্পত্তির সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। ইসলামী শরী'আহ্তে সম্পদের মূল মালিক হচ্ছেন মহান আল্লাহ্; কিন্তু উক্ত সম্পদ ব্যয়-ব্যবহারের মালিকানা মানুষকে প্রদান করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾

'আমি তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি নিজ হাতে সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে থেকে চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে। অতঃপর তারা এগুলোর মালিক হয়।'[১৭]

আর মালিকের দায়িত্ব হলো তার মালিকানাধীন সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৬.১.২. সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ

সম্পদ সংরক্ষণের একটি পদ্ধতি হলো মানুষের হাতে অলসভাবে পড়ে থাকা অর্থ-সম্পদ একত্র করে মূলধন গঠন করা। ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণ থেকে শুরু করে শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সকল অগ্রগতির ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু হলো পুঁজি। আর পুঁজি যোগাড় করার মোক্ষম পদ্ধতি হলো সঞ্চয় করা। কিন্তু শুধু ব্যক্তিগত পুঁজি বা গচ্ছিত অর্থ দিয়ে বড় আকারের ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা বড় ধরনের শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজি একত্র করে বৃহৎ পুঁজি গঠন করা।

১৭. আল-কুরআন, ৩৬ : ৭১

মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মূলধন গঠনের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ্র নির্দেশনাগুলো হলো :

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾

আর তোমার হাত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করে একেবারে ব্যয়কুণ্ঠ হয়ো না আবার তা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত করে একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।[১৮]

খ. রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفّفون الناس

তোমার উত্তরাধিকারীদেরকে সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া অধিক উত্তম, তাদেরকে মানুষের মুখাপেক্ষী রেখে যাওয়া থেকে।[১৯]

গ. রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك

কিছু সম্পদ নিজের জন্য রেখে দাও, তা তোমার জন্য উত্তম।[২০]

৬. ১. ৩. পবিত্রকরণের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ

ব্যক্তি ও সমষ্টির ধন-সম্পদের ধ্বংস ও ঝুঁকি হ্রাসকরণের একটি পদ্ধতি হলো তা থেকে আল্লাহ্ ও গরিবের হক বের করার মাধ্যমে তা পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা। তাই ইসলামে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ রয়েছে তার জন্য তার সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ যেন গরিব, নিঃস্ব ও বঞ্চিতদের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বলা হয়েছে :

﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

এবং তাদের ধন সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক।[২১]

যাকাত, উশর, সাদাকাতুল ফিতর, কাফ্ফারা ইত্যাদি আদায়ের মাধ্যমে সম্পদ পবিত্র ও রক্ষা করা মহান আল্লাহ্র নির্দেশ। যেমন আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

১৮. আল-কুরআন, ১৭ : ২৯

১৯. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মানাকিবুল আনসার, অনুচ্ছেদ : কাওলুন নাবী স. আল্লাহুম্মা আমদি লি আসহাবি হিজরাতাহুম ওয়া মারসিয়াতাহু লিমান মাতা বি মাক্কা, মিশর : মুয়াস্সাসাতু জাদ, ২০১২, খ. ২, পৃ. ২৫৯, হাদীস নং-৩৯৬৩

২০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ওসায়া, অনুচ্ছেদ : ইযা তাসাদ্দাকা আও আওকাফা বাযা মালিহি আও বাযা রাকিকিহি আও দাওয়াব্বিহি ফা হুয়া যায়িজুন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৫, হাদীস নং- ২৭৫৭

২১. আল-কুরআন, ৫১ : ১৯

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾

তাদের সম্পদ থেকে সাদাকাহ্ (যাকাত) গ্রহণ করো। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।[২২]

ধনীর মালে গরিবদের অধিকারের সম্পর্ক খুবই দৃঢ় ও অবিচ্ছিন্ন। যাকাত মূল মালের মধ্যে শামিল। মূল মালটাই ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত থাকবে, যতক্ষণ না তা থেকে যাকাত বের করা হবে। নবী করীম স. বলেন,

إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ.

তুমি যখন তোমার মালের যাকাত দিয়ে দিলে তখন তা থেকে তুমি খারাবিটা দূর করে দিলে।[২৩]

তিনি আরো বলেন,

... فَلاَ تُخْرِجُهَا فَيُهْلِكَ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ.

যদি তুমি (যাকাত) বের করে না দাও তাহলে হারামটা হালালটাকে ধ্বংস করবে।[২৪]

৬.১.৪. সঞ্চালনের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ

সম্পদ সংরক্ষণের আরো একটি পদ্ধতি হলো একে আটক না রেখে এর স্বাভাবিক সঞ্চালন নিশ্চিত করা। সমাজের কতিপয় ব্যক্তির হাতে উৎপাদনের উপকরণসমূহের কেন্দ্রীভূত হওয়া ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে সম্পদ থাকার পরিবর্তে সুষম বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের সকলের হাতে সম্পদের আবর্তনই শরী'আহ্র উদ্দেশ্য। আল কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾

মহান আল্লাহ্ যা কিছু জনপদের মানুষদের কাছ থেকে নিয়ে তাঁর রাসূলকে দিয়েছেন, তা হচ্ছে আল্লাহ্র জন্য, রাসূলের জন্য, রাসূলের আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন ও পথচারীদের জন্যে, (সম্পদ এমনভাবে বণ্টন করো) যেন তা কেবল তোমাদের বিত্তশালী লোকদের মাঝেই আবর্তিত না হয়।[২৫]

২২. আল-কুরআন, ৯ : ১০৩

২৩. আবু আবদিল্লাহ আল হাকিম, *আল-মুসতাদরাক*, অধ্যায় : আযযাকাত, বৈরুত : দারু কুতুবিল ইসলামীয়্যাহ, ১৯৯০, খ. ১, পৃ. ৫৪৮, হাদীস নং- ১৪৩৯

২৪. আবু বাকর 'আবদুল্লাহ আল-হুমাইদী, *আল-মুসনাদ*, আহাদীসু 'আয়িশা, তাহকীক: হাবীবুর রাহমান আল-আ'যামী, বৈরুত : দারু কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা. বি., খ. ১, পৃ. ১১৫, হাদীস নং- ২৩৭

২৫. আল-কুরআন, ৫৯ : ৭

৬.১.৫. সম্পদ অর্জন ও এর উন্নয়নের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ

সম্পদ সংরক্ষণের আগে আসে তা অর্জন ও তার উন্নয়ন সাধনের কথা। মানুষের বৈধ চাহিদা পূরণ ও তাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনের সুযোগ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে সম্পদের বিকল্প নেই। এ জন্য ইসলামী শরী'আহ্তে সম্পদ অর্জন, এর উন্নয়ন সাধন ও সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সম্পদকে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সুযোগ ও সামর্থ্য থাকার পরও সম্পদ অর্জন না করার অর্থ হলো আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা। এ জন্য ফরয ইবাদতসমূহ সম্পাদনের পরই প্রত্যেক মুসলিমের প্রধান দায়িত্ব হালাল রিযিক অর্জন করা। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾

অতঃপর যখন সালাত আদায় শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহ্র তা'আলার অনুগ্রহ (রিযিক) সন্ধান করো।[২৬]

রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন,

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلاَلِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ.

অন্যান্য ফরয আদায়ের পর হালাল রুজি অন্বেষণ করাও একটি ফরয।[২৭]

ইসলামী শরী'আহ্ সম্পদকে যেমন আল্লাহ্র অনুগ্রহ হিসেবে বিবেচনা করে, তেমনি তা অর্জন না করে আল্লাহ্র ওপর নির্ভরতার নামে শুধু ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন হওয়াকেও নিরুৎসাহিত করে। একইভাবে উপার্জনের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ নিজের দখলে থাকার পরও তা ব্যবহার করে উপার্জনে আত্মনিয়োগ না করাকেও ইসলামী শরী'আহ্ সমর্থন করে না। যেমন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا ذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

দান-খয়রাত গ্রহণ করা কোনো ধনী লোকদের জন্য বৈধ নয়, শক্তিমান ও সুস্থ ব্যক্তির জন্যও নয়।[২৮]

২৬. আল-কুরআন, ৬২ : ১০

২৭. আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী, *কানযুল উম্মাল*, অধ্যায় : আল-বুয়ু, অনুচ্ছেদ : ফাযায়িলু কাসবিল হালাল, বৈরুত : মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৯, খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস নং- ৯২৩১

২৮. ইমাম তিরমিযী, *আল জামি*, কুতুবুস সিত্তা, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : মা যায়া মান লা তাহিল্লু লাহু সাদাকাহ্, খ. ১, পৃ. ১৮৩৬, হাদীস নং- ৬৫২

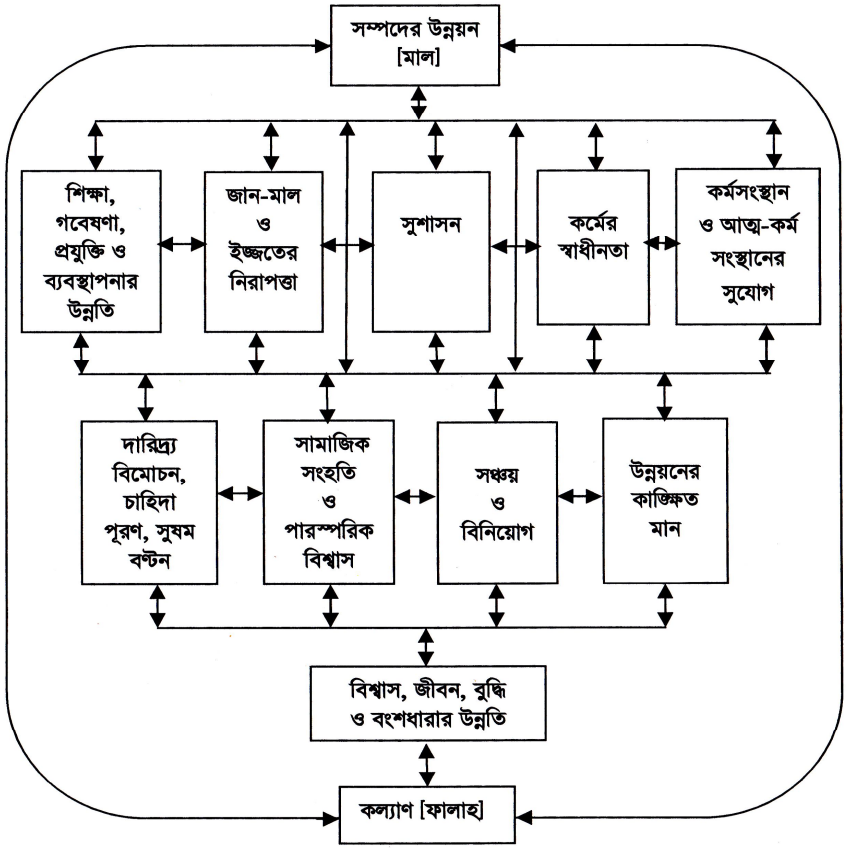

চিত্র-৩

৬.১.৬. ধ্বংস ও ক্ষতি থেকে সম্পদ সংরক্ষণ

মানুষ কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না তাই তা ধ্বংস করার অধিকারও তার নেই। ইসলামী শরী'আহ্ মানুষকে সম্পদ অর্জন ও তা ভোগ করার অধিকার প্রদান করেছে এবং পাশাপাশি সকল ধরনের ক্ষতি, ঝুঁকি ও ধ্বংসের হাত থেকে সম্পদকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও তাকে প্রদান করা হয়েছে। এ দায়িত্ব অবহেলার কারণে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। সম্পদ ধ্বংস না করার নির্দেশনা দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন :

﴿ وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَ﴾

'আল্লাহ্ তা'আলা যে ধন-সম্পদ তোমাদের প্রতিষ্ঠালাভের উপকরণ বানিয়ে দিয়েছেন, তা নির্বোধ লোকদের হাতে ছেড়ে দিয়ো না। (অবশ্যই এ থেকে) তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করবে।'[২৯]

﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করো এবং নিজেদের হাতে নিজেরদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।[৩০]

সম্পদ ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকার প্রতি ইসলামী শরী'আহ্ এতোটাই গুরুত্ব প্রদান করে যে, তা যুদ্ধের সময় প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যেও ধ্বংস করা যায় না। প্রথম খলীফা আবু বকর আস-সিদ্দীক রা. ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে কোনো এক যুদ্ধের দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন, তখন তিনি বাছ-বিচার না করে হত্যা করতে এবং এমনকি শত্রু দেশের শস্যক্ষেত বা জীবজন্তু ধ্বংস করতে নিষেধ করেছিলেন।[৩১]

৬.১.৭. অন্যায় ও আত্মসাৎ থেকে সম্পদ সংরক্ষণ

সম্পদ সংরক্ষণের আরো একটি উপায় হলো তাকে অন্যায় ও আত্মসাৎ থেকে রক্ষা করা। ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে উত্তম উপার্জন হচ্ছে তা-ই, যা কোনো ব্যক্তি নিজের শ্রমশক্তি ব্যবহার করে অর্জন করে। অন্য দিকে ইসলামী শরী'আহ্র দৃষ্টিতে এমন কোনো পন্থা অবলম্বন করে সম্পদ অর্জন করা যাবে না, যাতে অন্যের অধিকারে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা হয়। অর্থাৎ ন্যায়নীতি বহির্ভূত পন্থা যেমন সুদ, প্রতারণা, জুয়া, ধোঁকাবাজি ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে সম্পদ আহরণ করা বৈধ নয়।

ইসলামে হারাম বা অবৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জন ও ব্যয় উভয়ই নিষিদ্ধ। আবার বৈধভাবে অর্জিত কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে নিয়ে নেয়াও অবৈধ। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ لاَتَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেলো না।[৩২]

৬.১.৮. ভোগবিলাস ও অপচয় থেকে সম্পদ সংরক্ষণ

মাত্রাতিরিক্ত ভোগবিলাস ও লাগামহীন অপচয় এক দিকে যেমন সম্পদ নষ্ট করে, অন্য দিকে তা আবার অর্থনৈতিক মন্দা ডেকে আনে। তাই ভোগলিপ্সা ও স্বার্থপরতা দূর হলে মানুষ অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জনের জন্য লেগে থাকবে না এবং অপচয়ের মাধ্যমে তা

২৯. আল-কুরআন, ৪ : ৫
৩০. আল-কুরআন, ২ : ১৯৫
৩১. ড. এম উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০০, পৃ. ১৯৮
৩২. আল-কুরআন, ৪ : ২৯

নষ্টও করবে না। এ জন্য ইসলাম মানুষকে ভোগবিলাসপূর্ণ জীবনযাপনের পরিবর্তে সহজসরল ও অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপনে উৎসাহিত করে। ইসলাম ঘোষণা করে,

﴿وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا-إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾

তোমরা কিছুতেই অপব্যয় করো না, 'নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।[৩৩]

৬.১.৯. সুদ-ঘুষ, চুরি-ডাকাতি ও দুর্নীতি থেকে সম্পদ সংরক্ষণ

জীবন ধারণের জন্য সম্পদ প্রয়োজন; কিন্তু অনেক সময় ধনলিপ্সা ও উচ্চাভিলাষী জীবনের মোহ মানুষকে স্বার্থবাদী করে তোলে। ফলে তারা দুর্নীতি, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, জবরদখল ইত্যাদি অবৈধ পন্থায় অগাধ সম্পদের মালিক হয়ে যায়। কিন্তু ইসলাম অবৈধভাবে সম্পদ অর্জনকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনেবুঝে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের কাছে পেশ করো না।[৩৪]

৬.১.১০. সম্পদের মূল্যমান রক্ষার মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ

সম্পদ সংরক্ষণের আরো একটি পদ্ধতি হলো এর মূল্যমান রক্ষা করা। পণ্যদ্রব্য ও অর্থের মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার একটি আবশ্যিক শর্ত। মূলত এর ওপরই আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ভর করে। পণ্যদ্রব্য ও অর্থমূল্যের স্থিতিশীলতার ব্যাপারে ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে দলিল গ্রহণ করেন।

মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾

পরিমাপ ও ওযন পূর্ণ করো ন্যায্যভাবে।[৩৫]

﴿ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾

আর তোমরা মাপ ও ওযন পূর্ণ করো এবং মানুষকে তাদের প্রাপ্যবস্তু কম দিয়ো না।[৩৬]

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾

মাপ পূর্ণ করো এবং যারা পরিমাপে কম দেয়, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।[৩৭]

৩৩. আল-কুরআন, ১৭ : ২৬-২৭
৩৪. আল-কুরআন, ২ : ১৮৮
৩৫. আল-কুরআন, ৬ : ১৫২
৩৬. আল-কুরআন, ৭ : ৮৫
৩৭. আল-কুরআন, ২৬ : ১৮১

রাসূলুল্লাহ্ স. এক ব্যক্তিকে খায়বারে তহসিলদার নিযুক্ত করেছিলেন। সে রাসূলুল্লাহ্ স.-এর কাছে উত্তম জাতের খেজুর নিয়ে এলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'খায়বারের সকল খেজুরই কি এরূপ উত্তম?' লোকটি বলল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহর শপথ! সকল খেজুর এরূপ নয়। আমরা এগুলোর এক ছা' অন্যগুলোর দু' ছা'র বিনিময়ে এবং এগুলোর দু' ছা' অন্যগুলোর তিন ছা'র বিনিময়ে নিয়ে থাকি।' রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, 'এরূপ করবে না। বরং পাঁচমিশালি খেজুরগুলো দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করে উত্তম খেজুর উক্ত দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করবে।'[৩৮] এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ স. খেজুরের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এটা করা না হলে উক্ত পণ্যের অবমূল্যায়নের আশঙ্কা থেকে যেত।

৬.২. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংঘাত-সংঘর্ষ ও লাগামহীন প্রতিযোগিতার পরিবর্তে পরস্পরের সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ইসলামী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। 'জোর যার মুল্লুক তার' ও 'শুধু যোগ্যতমেরাই টিকে থাকবে' এমন নীতির পরিবর্তে সকলের মৌলিক চাহিদা পূরণ, মানবিক সম্ভাবনার বিকাশ সাধন ও মানবজীবনকে সমৃদ্ধ করার জন্য পারস্পরিক কুরবানি ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করাই ইসলামী অর্থনীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। ভ্রাতৃত্বের দাবি হচ্ছে– কোনো মানুষই তার ভাইকে অসহায় ছেড়ে দিতে পারে না, ভাইকে বিপদে ফেলে, তাকে বঞ্চিত করে সকল কল্যাণ নিজেই ভোগ করতে পারে না। একজন মানুষ কখনই নিজেকে অন্য ভাইয়ের ওপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মনে করতে পারে না। ভ্রাতৃত্বের দাবি অনুযায়ী একচেটিয়া কারবার, ফটকাবাজি, মজুতদারি, দুর্নীতি, ধোঁকাবাজি, সুদ ও জুয়া কোনোক্রমেই সমর্থিত হতে পারে না। তাই বলা যায়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 'প্রতিযোগিতাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উৎসাহিত করা যায় যতক্ষণ তা সুস্থ থাকে, দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং ইসলামের সার্বিক উদ্দেশ্য মানবকল্যাণে সহায়তা করে। যখনই তা সীমালঙ্ঘন করে, প্রতিহিংসা ও দাম্ভিকতার জন্ম দেয় এবং নৃশংসতা ও পারস্পরিক ধ্বংসের কারণ হয়, তখনই তা সংশোধন করতে হবে।'[৩৯]

---

৩৮. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ু', অনুচ্ছেদ : ইযা আরাদা বাইয়া তামরিন বিতামরিন খাইরিম মিনহু, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৫০, হাদীস নং-২২০১-২২০২

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال (أكل تمر خيبر هكذا) . فقال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة . فقال (لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا) .

৩৯. ড. এম উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

এক ভাই পেট ভরে খাবে আর এক ভাই না খেয়ে থাকবে ইসলামে তা সমর্থন করা হয় না। বরং বিপদে-আপদে, সুখে-দুঃখে পরস্পরকে সহায়তা করবে, এটাই ইসলামের মৌলিক শিক্ষা। পারস্পরিক সহায়তার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

ভালো কাজ ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যকে সহযোগিতা করবে না।[৪০]

৬.৩. অর্থনৈতিক দাসত্ব মোচন

সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ন্যায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও দাসত্ব দূর করা ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্য। ইসলামী শরী'আহ্র দৃষ্টিতে স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার এবং পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই এক-একজন খলীফা বা প্রতিনিধি। এখানে কেউ কারো দাস নয়। তাই সমাজের সকল শ্রেণিকে সম্বোধন করে ইসলামের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা, ﴿ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ 'তোমরা সকলেই একই দলের অন্তর্ভুক্ত, সবাই সমান।'[৪১]

যেসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নবী-রাসূলগণ, বিশেষ করে শেষনবী মুহাম্মদ স. পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন তার একটি হলো মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা। যেমন আল কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে,

﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾

এবং যিনি মুক্ত করেন তাদেরকে তাদের গুরুভার হতে এবং শৃঙ্খল হতে– যা তাদের ওপর ছিল।[৪২]

এ আয়াতে ব্যবহৃত 'আগলাল' (أَغْلاَل) বা শৃঙ্খল শব্দের একটি অর্থ করা হয়েছে, পরাক্রমশালী শত্রুর অত্যাচার ও পরাধীনতার শৃঙ্খল।[৪৩]

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কোনো ক্ষেত্রেই দাসে পরিণত করা যায় না। কোনো ব্যক্তি, এমনকি রাষ্ট্রও মানুষের এ স্বাধীনতা হরণ করে তাকে দাসে পরিণত করার অধিকার রাখে না। মানুষ জন্মগতভাবে মুক্ত ও স্বাধীন। কোনো ব্যক্তির ওপর কোনো ব্যক্তির প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কেউ কারো প্রভু নয় আবার কেউ কারো দাস নয়- এটাই ইসলামের শিক্ষা। এক্ষেত্রে জীবনোপকরণের দিক থেকে শ্রেণিগত স্বভাবজাত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অধিকারের দিক থেকে সবাই সমান।

---

৪০. আল-কুরআন, ৫ : ২

৪১. আল-কুরআন, ৪ : ২৫

৪২. আল-কুরআন, ৭ : ১৫৭

৪৩. আল কুরআনুল করীম, (অনুবাদ) : ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১২, পৃ. ২৫৪

৬.৪. মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন

ইসলামী শরী'আহ্ ব্যক্তি ও সমষ্টি এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ অর্জনকে নিজের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। ইসলামী শরী'আহ্ দুনিয়াকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করতে চায়, যাতে দুনিয়া যথার্থই আখিরাতের শস্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয় এবং মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভে সমর্থ হয়। এই কল্যাণ লাভের জন্য মানুষকে প্রচেষ্টা সাধনের আহ্বান জানিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾

আল্লাহ্ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান করো। আর দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না।[৪৪]

মুসলিম আইবেত্তাগণের দৃষ্টিতে ইসলামী শরী'আহ্র প্রতিটি বিধানই প্রণীত হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য এবং তাকে সভ্য করে গড়ে তোলার জন্য, যাতে সে নিজের এবং সমাজের জন্য কল্যাণের উৎস হতে পারে এবং সে যেন কোনোভাবেই অকল্যাণের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেছেন,

فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها

শরী'আহ্র ভিত্তি হচ্ছে মানুষের প্রজ্ঞা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে জনগণের কল্যাণ সাধন করা। আর কল্যাণ নিহিত রয়েছে সার্বিক আদল, দয়া-মমতা, কল্যাণকামিতা ও প্রজ্ঞার মধ্যে।[৪৫]

কাজেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শরী'আহ্র বিধান প্রয়োগের উদ্দেশ্য হয়, মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা, দুঃখ-কষ্ট দূর করা ও জীবনমান উন্নত করাসহ ব্যক্তি ও সমষ্টির সকল প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করা।

৬.৫. মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও জীবনমান উন্নত করা

সমাজের সকল মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও তাদের জন্য সম্মানজনক জীবিকার ব্যবস্থা করা ইসলামী শরী'আহ্ভিত্তিক অর্থনীতির একটি উদ্দেশ্য। ইসলাম প্রত্যেকের সম্মানজনক জীবিকা নিশ্চিত করা ও দুঃখ-কষ্ট লাঘবের মাধ্যমে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাতে চায়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং আরো যা যা প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আধুনিক যুগে মূর্খতা দূর করার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা শরী'আহ্র উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, মূর্খ ব্যক্তি তাৎপর্যগতভাবে মৃত। একইভাবে চিকিৎসা ও বিবাহের ব্যবস্থা করাও ইসলামী শরী'আহ্র মূল উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত।

৪৪. আল-কুরআন, ২৮ : ৭৭

৪৫. ইমাম ইবনুল কায়্যিম, *ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন*, কায়রো : দারুল হাদীস, ২০০৬, খ. ৩, পৃ. ৫

রাষ্ট্রের দায়িত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেছেন,

নাগরিকদের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাও রাষ্ট্রের একটি প্রধান দায়িত্ব। বায়তুল মাল হতেই এই উদ্যোগ নিতে হবে। কর্মসংস্থানের সুযোগ ছাড়া বেকারত্ব দূর হবে না। এ জন্য সরকারকে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।[৪৬]

৬.৬. সর্বাধিক বিনিয়োগ, উৎপাদন ও পূর্ণকর্মসংস্থান

মহান আল্লাহ্ পৃথিবীর সব সম্পদ মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষ তার যোগ্যতা ও মেধা দিয়ে সে সম্পদের যথাযথভাবে ব্যবহার করবে। সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমেই সৃষ্টি হবে পূর্ণকর্মসংস্থান এবং নিশ্চিত হবে সর্বাধিক উৎপাদন ও উন্নয়ন।

সবকিছু দেওয়ার মালিক আল্লাহ্ তা'আলা; কিন্তু চেষ্টার দায়িত্ব মানুষের। নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য নিজেদেরই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আল কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

আল্লাহ্ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।[৪৭]

উক্ত নির্দেশনার অর্থনৈতিক তাৎপর্য হলো, নিজেদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনে নিজেদেরকেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদ যথাসাধ্য কাজে লাগাতে হবে। কোনো সম্পদ অযথা ফেলে রাখা কোনোভাবেই কাম্য নয়, বরং শরী'আহ্র দাবি হলো সম্পদ ব্যবহার করে উৎপাদনের মাধ্যমে মানুষের জীবনমান উন্নত করা।

ইসলাম সম্পদের ওপর ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করেছে; কিন্তু সে সম্পদ উৎপাদনে কাজে না লাগিয়ে ফেলে রাখার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا﴾

আর তোমাদের ঐ সম্পদ নির্বোধ লোকদের হাতে তুলে দিয়ো না, যা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য জীবন-যাত্রার অবলম্বন করেছেন। (অবশ্যই এ থেকে) তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করবে।[৪৮]

৬.৭. অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার কায়েম করা

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী শরী'আহ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। সুবিচার ছাড়া মানুষের সম্মান, আত্মসম্মান, ভ্রাতৃত্ব, সামাজিক সাম্য সর্বোপরি মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ নিশ্চিত করা যায় না। একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি এবং সমৃদ্ধি নির্ভর করে আইনের শাসনের ওপর।

৪৬. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ৩৩

৪৭. আল-কুরআন, ১৩ : ১১

৪৮. আল-কুরআন, ৪ : ৫

আদল বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআনের বহু স্থানে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে ফেরত দিতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকাজ পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে করবে।[৪৯]

এ আয়াতে 'আমানত' ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করার অর্থেই আমানত আদায় করা বুঝায়।

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ দেন।[৫০]

এ আয়াতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই বলা যায়, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার কায়েম করাও এ আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। এটি শুরু হয় বৈধভাবে সম্পদ অর্জন করার মধ্য দিয়ে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী শরী'আহ্ কতগুলো নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- সুদ, জুয়া, জুলুম, সম্পদ আত্মসাৎ ও মজুত করা, ঘুষ, প্রতারণা, দুর্নীতি, ধোঁকা ইত্যাদি নেতিবাচক বিষয় দূর করা। বিপরীতে ইসলামী শরী'আহ্ যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ন্যায়নীতির ভিত্তিতে পরিচালনা করতে উৎসাহিত করে, যাতে সমাজের সকলে সমানভাবে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পায়। ইসলামী শরী'আহ্ এমন একটি অর্থনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি করতে চায়, যেখানে কৃষকের যথার্থ মূল্যায়ন হবে, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত হবে, ব্যবসায়ীরা যুক্তিসঙ্গত মুনাফা অর্জন করতে পারবে– এমনিভাবে সকল অর্থনৈতিক পক্ষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার নিশ্চিত হবে। নিচে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কিছু উপাদান তুলে ধরা হলো:

৬.৭.১. রিবা বা সুদ নিষিদ্ধ

রিবা বা সুদ একটি বড় ধরনের অর্থনৈতিক জুলুম। অর্থনৈতিক মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি, আয়বৈষম্য বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক অবিচার সৃষ্টিতে সুদের জুড়ি নেই। এ কারণে ইসলাম চিরতরে সুদ নিষিদ্ধ করেছে। সুদ নিষিদ্ধকরণ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসা-বাণিজ্যকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।[৫১]

৪৯. আল-কুরআন, ৪ : ৫৮
৫০. আল-কুরআন, ১৬ : ৯০
৫১. আল-কুরআন, ২ : ২৭৫

৬.৭.২. একচেটিয়া কারবার নিষিদ্ধ

সর্বাধিক সমাজ কল্যাণ সাধন করা ইসলামী শরী'আহ্র একটি উদ্দেশ্য। কাজেই যেসব উপাদান এ উদ্দেশ্যের অন্তরায় তা অবশ্যই বর্জনীয়। একচেটিয়া কারবারের মালিকগণ অতি মুনাফার আশায় পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয় বলে উৎপাদন কমে যায়। অন্যদিকে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কতিপয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, ফলে তা শোষণের হাতিয়ারে পরিণত হয়। তাই একচেটিয়া কারবার অর্থনৈতিক সুবিচারের পরিপন্থী বলে ইসলামী শরী'আহ্তে তা সমর্থিত নয়। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন, বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং বিশেষ ধরনের ওষুধপত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারি তত্ত্বাবধানে স্বাভাবিক একচেটিয়া কারবারের সাথে ইসলামের বিরোধ নেই। কারণ এগুলো পরিচালিত হয় জনকল্যাণের জন্য। এক্ষেত্রে মুনাফা সর্বোচ্চ করাকেই একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয় না।

৬.৭.৩. ফটকা কারবার নিষিদ্ধ

ইসলামে ফটকা কারবার নিষিদ্ধ। কারণ এটি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দুর্নীতির রাস্তা তৈরি করে। ফটকা কারবারিগণ সস্তায় পণ্য কিনে ভবিষ্যতে চড়া দামে বিক্রির উদ্দেশ্যে পণ্য নিজের নিয়ন্ত্রণে আটক রাখে। ফলে পণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে ওঠানামা করে। এ কারণে পণ্য উৎপাদনকারী কম দামে পণ্য বেচে দিতে এবং প্রকৃত খরিদ্দার বেশি দামে তা কিনতে বাধ্য হয়। মাঝখানে মধ্যস্বত্বভোগী ফটকা কারবারিরা নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করে। ইসলামে এ জাতীয় কেনাবেচা নিষিদ্ধ। তাই শরী'আহ্ পণ্য বিক্রির শর্ত করে বিক্রির সময় পণ্যের অস্তিত্ব থাকতে হবে। হাকিম ইবনে হিযাম থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন,

لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

যা তোমার কাছে নেই তা বিক্রি করো না।[৫২]

৬.৭.৪. বাজি ধরা ও কারবারি জুয়া নিষিদ্ধ

ইসলামে জুয়া খেলা নিষিদ্ধ। শুধু টাকা-পয়সা দিয়ে জুয়া খেলাই নিষিদ্ধ নয়; বরং ব্যবসার নামে যেসব বাজি রাখা হয়, সেগুলোও নিষিদ্ধের অন্তর্ভুক্ত। জুয়ার মাধ্যমে একপক্ষ অন্যায়ভাবে লাভবান হয় এবং অন্যপক্ষ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিনা পরিশ্রমে মুনাফা লাভের আশায় বহু মানুষ জুয়ায় অংশগ্রহণ করে শুধু সর্বস্বান্তই হয়ে পড়ে না; বরং গোটা অর্থনীতিকে ধ্বংসের মুখে ফেলে দেয়। এ ছাড়া জুয়া ও বাজি রাখা নৈতিক চরিত্রের জন্যও অত্যন্ত লজ্জাকর ও অপমানের বিষয়। এটি সমাজের মাঝে কলহ-বিবাদের সৃষ্টি করে এবং মানুষের মধ্যকার সম্প্রীতি, ন্যায়পরায়ণতা ও ভদ্রতা ধ্বংস করে ফেলে। জুয়া নিষিদ্ধ করে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

৫২. ইমাম তিরিমিযী, *আল জামি*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ', অনুচ্ছেদ : মা জায়া ফি কারাহিয়াতি বাইয়ি মা লাইছা ইনদাকা, হাদীস নং- ১২৩২

﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

হে মু'মিনগণ, মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর; এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ। সুতরাং এগুলো বর্জন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।[৫৩]

৬.৭.৫. গারার বা অনিশ্চয়তা ও প্রতারণা নিষিদ্ধ

গারার হলো কোনো ব্যবসায় অথবা ব্যবসায়িক চুক্তিতে কিংবা আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা। এ কারণে ঝুঁকিপূর্ণ বা প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয়কে 'বাই আল- গারার' বলা হয়। গারার বা অস্পষ্টতার কারণে ব্যবসাবাণিজ্য, স্টক ও শেয়ার বাজারে ফটকাবাজির উদ্ভব হয়। এটি দূর করা হলে ফটকাবাজি ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হবে না। ইসলামে গারার নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বলা হয়েছে, 'রাসূলুল্লাহ্ স. গারার বা অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।'[৫৪]

৬.৭.৬. কেনাবেচায় ও চুক্তি সম্পাদনে জাহালাহ্ বা অজ্ঞতা দূর করা

জাহালাহ্ বা অজ্ঞতাও এক ধরনের গারার। জাহালাহ্ হচ্ছে এমন ধরনের লেনদেন যেখানে ক্রেতা জানে না যে, সে কী ক্রয় করছে অথবা বিক্রেতা জানে না যে, সে কী বিক্রয় করছে। জাহালাহ্র একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো বিক্রীত পণ্যের নির্দিষ্টতা, পণ্যের মূল্য, বিক্রয়ের সময় এবং কোথায় পণ্যটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা হবে তা স্পষ্ট না থাকা। একইভাবে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে চুক্তির বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট না হলে সেখানেও জাহালাহ্র সৃষ্টি হতে পারে। ইসলামে ক্রয়-বিক্রয় এবং চুক্তি সম্পাদনে জাহালাহ্কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন, অনুমান করে পানির নিচের মাছ বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। কেননা, এখানে মাছের পরিমাণ অজ্ঞাত। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন,

لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

পানির নিচের মাছ বিক্রয় করো না। কেননা, এটি অনিশ্চিত বা গারার।[৫৫]

৬.৭.৭. বাই আদ-দাইন বা ঋণ বিক্রয় নিষিদ্ধ

ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয় করাকে বাই আদ-দাইন বলে। ডিসকাউন্টিং-এর ভিত্তিতে ঋণ বিক্রয় ইসলামে নিষিদ্ধ। কারণ এখানে পণ্য বিক্রির পরিবর্তে শুধু টাকার বিনিময়ে টাকা

৫৩. আল কুরআন, ৫ : ৯০

৫৪. ইমাম মুহাম্মদ আশ-শায়বানী, *মুয়াত্তা*, অধ্যায় : আল-বুয়ু ফিত তিযারাতি ওয়াস সালাম, অনুচ্ছেদ : বাই' আল গারার, ঢাকা : আহসান পাবলিকেশনস, পৃ. ৪১৬, হাদীস নং- ৭৭৭

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

৫৫. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, বৈরুত : আল মাকতাবাতু মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৯, খ. ৬, পৃ. ১৯৭, হাদীস নং- ৩৬৭৬

বিক্রি হয়, যা অর্থনীতির জন্য খারাপ পরিণতি ডেকে আনে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বলা হয়েছে, 'রাসূলুল্লাহ্ স. ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।'[৫৬]

৬.৭.৮. মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মজুতদারি নিষিদ্ধ

মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পণ্য মজুত করাকে ইহতিকার বা মজুতদারি বলা হয়। মহাজনরা ঋণের নামে সুদে টাকা দিয়ে কৃষকদের নিকট থেকে নামমাত্র দামে খাদ্যশস্য কিনে মজুত করে, আবার সেই খাদ্যশস্য চড়া দামে তাদের কাছে বিক্রি করে অধিক মুনাফা অর্জন করে। এর পরিণতিতে কৃষকরা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা অন্যায়ভাবে অর্থ আত্মসাতের নামান্তর। এ কারণে পণ্যদ্রব্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে তা মজুত করা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ. 'অপরাধী ব্যক্তি ছাড়া কেউ সংকটের সময় পণ্য মজুদ করে না।'[৫৭]

৬.৭.৯. ঝুঁকিপূর্ণ ভবিষ্যৎ লেনদেন চুক্তি

বাই সালাম ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে পণ্যের সরবরাহ অনিশ্চিত হলে ভবিষ্যৎ লেনদেন চুক্তি বৈধ নয়। কারণ, এক্ষেত্রে পণ্যের সরবরাহ না হওয়ার কারণে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হতে পারে। তা ছাড়া এক্ষেত্রে বিক্রেতার দুর্বলতার সুযোগে ক্রেতা অতিরিক্ত মুনাফার আশায় কম দামে পণ্য কেনে এবং বেশি দামে বেচে। এর ফলে বাজারে পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ্ স. ফল পাকার আগে কিংবা উঠানোর যোগ্য হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, এক্ষেত্রে ফল সরবরাহের পূর্বে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আনাস রা. বলেন, নবী করীম স. ফল না পাকা পর্যন্ত এর ব্যবসা নিষিদ্ধ করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ফল পেকেছে কিনা তা কিভাবে জানা যাবে? তিনি বলেন, যে পর্যন্ত লাল না হয়, এরপর তিনি বললেন, তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ভাইয়ের সম্পত্তি নিয়ে নিতে পারবে যদি আল্লাহ্ ফলগুলোর পাকা বন্ধ করে দেন।[৫৮]

৫৬. নুরুদ্দীন আলী ইবনে আবি বকর আল হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়ায়িদ*, অধ্যায় : আল বুয়ু, অনুচ্ছেদ : মা নুহিয়া আনহু মিনাল বুয়ু, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮৮, খ. ৪, পৃ. ৮০

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كَالِئِ بِكَالِئِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ.

৫৭. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুসাকাহ ওয়া আল-মুজারায়াত্, অনুচ্ছেদ : তাহরিমুল ইহতিকার ফিল আকওয়াত, কায়রো : আল-মাকতাবাতু আল-তাওফিকিয়্যাহ, ২০০৭, খ. ১১, পৃ. ৩১, হাদীস নং- ১৬০৫

৫৮. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ু, অনুচ্ছেদ : ইযা বাআআস সামারা কাবলা আন ইয়াবদু ওয়া সালাহুহা সুম্মা আসাবাতহু..., প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৪৯, হাদীস নং-২১৯৮

عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي . فقيل له وما تزهي ؟ . قال حتى تحمر . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه)

৬.৭.১০. বাজারের ওপর কৃত্রিম হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ

ইসলামী শরী'আহ্ পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রেখে মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখতে চায় এবং এক্ষেত্রে প্রকৃত ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে সমানভাবে লাভবান করে দিতে চায়। এক্ষেত্রে কেউ যদি বাজারের স্বাভাবিকতার ওপর হস্তক্ষেপ করতে ও পণ্যের মূল্য নিয়ে খেলা করতে চায় তাহলে ইসলাম তা প্রতিরোধ করে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন,

لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَاد دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

কোনো শহরের লোক যেন গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রয় না করে। তোমরা লোকদের ছেড়ে দাও। আল্লাহ্ তাদের একজন দ্বারা অপরজনকে রিযিক দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।[৫৯]

৬.৮. সহযোগিতামূলক অর্থনৈতিক পরিবেশ

প্রতিহিংসা ও মুনাফালাভের লাগামহীন প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের পরিবর্তে ইসলামী অর্থনীতি সহযোগিতামূলক অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়। ইসলাম এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়, যেখানে সকলের সামাজিক অধিকার পূরণ হবে, কেউ ক্ষুধার্ত থাকবে না এবং সকলের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে ইসলামী সমাজে গড়ে উঠবে সাহায্য, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার পরিবেশ। আল কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾

তোমরা একে অপরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের মধ্যে পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা হয় তা বৈধ।[৬০]

﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى﴾

ভালো কাজ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা করো।[৬১]

কুরআনের উক্ত নির্দেশনার উদ্দেশ্য হলো সমাজের সামষ্টিক কল্যাণে পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরামর্শের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচলিনা করা।

৬.৯. দরিদ্র ও অসহায়দের অধিকার সংরক্ষণ

শারীরিক সক্ষমতা ও কাজের সুযোগ থাকার পরও যারা অলস থাকতে ও ভিক্ষা করতে চায়, ইসলামী শরী'আহ্ তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে এবং কাজ করার নির্দেশ দেয়। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

৫৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ু, অনুচ্ছেদ : তাহরিমুল বাইয়িল হাজিরি লিল বাদ, কায়রো : আল-মাকতাবাতু আল-তাওফিকিয়্যাহ, ২০০৭, খ. ১০, পৃ. ১১৮, হাদীস নং- ১৫২২

৬০. আল-কুরআন, ৪ : ২৯

৬১. আল-কুরআন, ৫ : ২

﴿ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾

তোমরা কাজ করে যাও, অবশ্যই আল্লাহ্ দেখবেন তোমাদের কাজ এবং দেখবেন রাসূল ও বিশ্বাসীগণ।[৬২]

কিন্তু যারা শারীরিকভাবে অক্ষম, অসহায় ও দুর্বল ইসলামী শরী'আহ্ তাদের অধিকারও নিশ্চিত করে। আল কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

এবং তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে।[৬৩]

অসহায় ও দুর্বলদের অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে আল-কুরআনে সম্পদশালীদের যাকাত আদায় বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি ঐচ্ছিক দানের নির্দেশও দিয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾

তোমরা কখনো নেকি অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা এমন কিছু (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করবে যা তোমরা ভালোবাসো। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সবিশেষ অবহিত।[৬৪]

৬.১০. নারীর অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা

নারীর অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা ইসলামী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। নারীদেরকে বাদ দিয়ে ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য-লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ﴾

পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ।[৬৫]

উক্ত নির্দেশনার আলোকে বলা যায়, ইসলামী শরী'আহ্ বৈধ সীমার মধ্য থেকে নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছে। ইসলামী শরী'আহ্র দৃষ্টিতে নারী বৈধ উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে। উম্মুল মুমিনীন খাদীজা রা. মক্কার একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ্ স. মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে আসমা বিনতু আবী বকর রা. উট ও ঘোড়া চরাতেন, পানি পান করাতেন এবং পানি উত্তোলনকারী মশক ছিঁড়ে গেলে তা সেলাই করতেন, আটা পিষতেন। ... দু' মাইল দূর থেকে খেজুরের আঁটির বোঝা বহন করে আনতেন।[৬৬]

৬২. আল-কুরআন, ৯ : ১০৫

৬৩. আল-কুরআন, ৫১ : ১৯

৬৪. আল-কুরআন, ৩ : ৯২

৬৫. আল-কুরআন, ৪ : ৩২

৬. ১১. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন

মুদ্রাস্ফীতি, অর্থনৈতিক মন্দা ও বাণিজ্যচক্রের দ্রুত ওঠানামা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাঞ্ছিত প্রবৃদ্ধির হার, সহনীয় মূল্যস্তর ও কাঙ্ক্ষিত বিনিয়োগ স্তর অর্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা ইসলামী শরী'আহ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। কৃত্রিম মুনাফা, মজুতদারি, ফটকাবাজি, সম্পদের কেন্দ্রীকরণ (concentration), স্বেচ্ছাচারী ভোগবিলাস, স্বার্থপরতা, নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদি অর্থনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। ইসলামী অর্থনীতি এসবের নিয়ন্ত্রণ ও নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অস্থিরতা রোধ করে মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে সচেষ্ট থাকে।

ইসলামী অর্থনীতি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে ইসলামী শরী'আহ্ প্রতিরোধমূলক (preventive) ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এ প্রক্রিয়ায় ইসলামী শরী'আহ্র হাতিয়ার ও কৌশলগুলো নিম্নরূপ :

৬.১১.১. সরকার কর্তৃক বাজার নিয়ন্ত্রণ

ইসলামী অর্থনীতিতে ক্রেতা-বিক্রেতার ইচ্ছানুযায়ী স্বাভাবিকভাবে বাজার পরিচালিত হবে। 'অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার বিঘ্নিত না হলে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ না হলে এবং বাজার নিয়ন্ত্রণকারী কোনো শক্তিশালী অংশের অশুভ চক্রান্ত না ঘটলে রাষ্ট্র বাজার নিয়ন্ত্রণে কোনো ভূমিকা রাখবে না।' কিন্তু ইসলামের অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হলে রাষ্ট্র সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারবে। যেমন, উমর রা. আরোপ করেছিলেন। তিনি দেখলেন যে, হাতিব ইবনু আবী বালতা'আ বাজারে প্রচলিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে কিশমিশ বিক্রয় করছে। তখন তিনি তাঁকে বললেন, 'হয়তো মূল্য বৃদ্ধি করো নতুবা বাজার ত্যাগ করো।'[৬৭]

---

৬৬. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ : আল-গাইরাহ্, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৩৬, হাদীস নং- ৫২৩৪

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شي غير ناضح وغير فرسه فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأحرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز وكان يخبز جارات لي من الأنصار وكن نسوة صدق وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه و سلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ....

৬৭. ইমাম মুহাম্মদ আশ-শায়বানী, *মুওয়াত্তা*, অধ্যায় : আল-বুয়ু' ফিত তিজারাত ওয়াস সালাম, অনুচ্ছেদ : আররাজুলু ইয়াশতারিশ শাইয়া আও ইয়াবিয়াহু ফায়াগবিনু আও ইউসা'য়য়িরু আলাল মুসলিমিন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৭৯১

عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب مر على حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر : إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا

৬.১১.২. অর্থ পণ্য নয়, বিনিময়ের মাধ্যম

অর্থের নিজস্ব উপযোগ নেই বলে ইসলামে অর্থকে পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় না এবং সুদ অর্জনের জন্য একে বিনিয়োগ করার অনুমতি দেয় না। প্রায় ৯০০ বছর আগে ইমাম গাযালী রহ. বলেছেন, অর্থকে তার উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে এর দ্বারা ফটকাবাজি, জুয়া ও কৃত্রিম লেনদেনের সম্ভাবনা থাকে না।[৬৮]

৬.১১.৩. ঋণের পরিবর্তে ইকুইটি (Equity) ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা

ইসলামী অর্থনীতি ইকুইটিভিত্তিক। ইসলামী অর্থনীতি ঋণের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে শেয়ারের মাধ্যমে পুঁজির চাহিদা পূরণ করে। ফলে কারবারের মালিকানাকে বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralize) করে জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়, যাতে সম্পদ ও আয়ের সুষম বণ্টনে বিরাট অবদান রাখে। ঋণনির্ভর আর্থিক ব্যবস্থায় সৃষ্ট অবিচার, অস্থিতিশীলতা ও বাণিজ্যচক্র দূর করতে ইকুইটিভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার প্রস্তাবনা কতিপয় অমুসলিম অর্থনীতিবিদও করেছেন।

৬.১১.৪. ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা

ইসলামী শরী'আহ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো আর্থিক লেনদেনে ঝগড়া-বিবাদ দূর করা। ইসলামী শরী'আহ্র বিভিন্ন হুকুম-আহকামে এ উদ্দেশ্যের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। ধোঁকা, প্রতারণা, দুর্নীতি ও স্বার্থবাদিতা থেকে বাজারকে মুক্তকরণ এবং যথাযথভাবে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ইসলামী শরী'আহ্ ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে চায়। যেমন মুশারাকা বা লাভ-লোকসানে অংশীদারি কারবারে লাভের অনুপাত অংশীদারগণের সম্মতিক্রমে চুক্তিতে লিপিবদ্ধ করতে হয়। আবার মুরাবাহা বা লাভে বিক্রয় পদ্ধতিতে পণ্যের ক্রয়মূল্য ক্রেতাকে জানাতে হয়, যাতে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতিক্রমে ক্রয়মূল্যের ওপর নির্ধারিত লাভ যোগ করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা যায়। একইভাবে বাই সালাম বা অগ্রিম ক্রয় পদ্ধতিতে পণ্যের ধরন, গুণাগুণ, পরিমাণ, সরবরাহের সময় ও স্থান চুক্তিপত্রে লিপিবদ্ধ করতে হয়, যাতে এ নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে কোনো বিতর্ক সৃষ্টি না হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতার বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয় লেনদেন চুক্তি লিখে রাখা সংক্রান্ত শরী'আহ্র নির্দেশনার মধ্যে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا... ﴾

---

৬৮. বিচারপতি মওলানা মুহাম্মদ তকী ওসমানী, *সুদ নিষিদ্ধ : পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়*, ঢাকা : নতুন সফর প্রকাশনী, ২০০৭, পৃ. ৭৪

হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন একে অন্যের সাথে ঋণের কারবার করো তখন তা লিখে রেখো। ... ছোট হোক বা বড় হোক মেয়াদসহ লিখে রাখতে তোমরা কোনো বিরক্ত হয়ো না। আল্লাহ্র কাছে এটা ন্যায্যতর ও প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার নিকটতর (ব্যবস্থা)।[৬৯]

৬.১২. আয় ও সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বণ্টন

ইসলামী শরী'আহ্ শুধু মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তাই দিতে চায় না, বরং সম্পদ ও উপার্জনের ইনসাফভিত্তিক বণ্টনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। ইসলাম এমনভাবে বণ্টননীতি রচনা করে, যাতে 'সম্পদ শুধু ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।'[৭০]

ড. উমর চাপরা বলেন, বেশ কিছু মুসলিম চিন্তাবিদ এরূপ ধারণা পোষণ করেন যে, মুসলিম সমাজে সম্পদের সমতা অপরিহার্য। নবী করীম স.-এর এক সাহাবী আবু যার গিফারী রা. সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেন যে, এটা অর্জন করা সম্ভব যদি ধনী লোকেরা নিজেদের প্রকৃত ব্যয় মেটানোর পর সমস্ত উদ্বৃত্ত সম্পদ তাদের কম সৌভাগ্যবান ভাইদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য ব্যয় করে।[৭১]

৬.১৩. কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আর তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কীভাবে তাকে বেঁচে থাকতে হয়। সুখ-শান্তিতে মানুষের বেঁচে থাকা ও তাদের জীবন-মান উন্নত করার প্রয়াসে ইসলামী অর্থনীতি কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নতির ওপর জোর দেয়।

কুরআন ও হাদীসে কৃষি কাজের সৌন্দর্যের বহু বর্ণনা রয়েছে। মাটি, পানি ও বৃষ্টিকে ফসল ফলানোর উপযুক্ত করে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এটা আল্লাহ্র নিয়ামত হিসেবে উল্লেখ করে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ-فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأَكْمَامِ-وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ -فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

জমিনকে তিনি সৃষ্টিকুলের জন্য বানিয়েছেন। তাতে ফল, খোসার আবরণযুক্ত খেজুর, ভূষিযুক্ত শস্যদানা ও সুগন্ধিযুক্ত ফুল রয়েছে। তাহলে তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে।[৭২]

৬৯. আল কুরআন, ২ : ২৮২
৭০. আল-কুরআন, ৫৯ : ৭
৭১. ড. এম. উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪
৭২. আল-কুরআন, ৫৫ : ১০-১৩

রাসূলুল্লাহ স. কৃষি কাজকে সাদাকাহ্ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ.

যদি কোনো মুসলিম গাছ লাগায় এবং সেখান থেকে মানুষ আহার করে তাহলে তা তার জন্য সাদাকাহ্ হিসেবে পরিগণিত হয়, যদি সে গাছ থেকে চুরি হয় তাও তার জন্য সাদাকাহ্ হয়। যদি কোনো হিংস্র প্রাণী সে গাছ থেকে খায়, তাও তার জন্য সাদাকাহ্ হয়। যদি পাখি খায়, তাও তার জন্য সাদাকাহ্ হয়। যদি কেউ তার ক্ষতি করে, তাও তার জন্য সাদাকাহ্ হিসেবে পরিগণিত হয়।[৭৩]

কিন্তু সবাই যদি শুধু কৃষি কাজ নিয়ে পড়ে থাকে, তাহলে জাতীয় বিপদাপদ মোকাবেলা করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়বে। এ কারণে নবী করীম স. যারা শুধু কৃষিকাজকেই যথেষ্ট মনে করে তাদের সমালোচনা করে বলেছেন,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ.

তোমরা যদি সুদভিত্তিক বেচাকেনার কাজ করো ও গরু-মহিষের লেজুড় ধরেই পড়ে থাকো, জিহাদে মনোযোগ না দিয়ে কৃষিকাজে মগ্ন থাকো, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন। পরে তা দূর করা যাবে না, যতক্ষণ না তোমারা দ্বীনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে।[৭৪]

আল-কুরআন ও হাদীসে বহু জায়গায় শিল্পের সৌন্দর্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং এগুলোর প্রতি নজর দেওয়াকে ফকীহগণ ফরযে কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মানুষের জন্য প্রয়োজন এমন শিল্প ও পেশায় কেউ-ই যদি অংশগ্রহণ না করে আর এতে জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সবাই এর জন্য দায়ী হবে।

আল-কুরআন ও সুন্নাহ্তে বহু জায়গায় ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং তা করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে বিদেশ সফরে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾

কিছু লোক আল্লাহ্র অনুগ্রহের সন্ধানে বিদেশ সফর করবে।[৭৫]

৭৩. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুসাকাত ওয়াল মুজারাআত, অনুচ্ছেদ : ফাযলুল গারসি ওয়াজজারয়ি, কায়রো : আল-মাকতাবাতু আল-তাওফিকিয়্যাহ, ২০০৭, খ. ১০, পৃ. ১৫৪, হাদীস নং-১৫৫২
৭৪. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বুয়ু, অনুচ্ছেদ : আননাহি আনিল 'ইনাহ, হাদীস নং-৩৪৬৪
৭৫. আল-কুরআন, ৭৩ : ২০

﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ ﴾

আর তোমরা দেখতে পাও, নদী-সমুদ্রে নৌকা-জাহাজ পানির বক্ষ দীর্ণ করে চলাচল করছে, যেন তোমরা তার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো।[৭৬]

উক্ত আলোচনা থেকে এ কথা বলা যায় যে, ইসলামী অর্থনীতি কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন ঘটাতে চায়।

৭. ইসলামী অর্থনীতিতে শরী'আহর বিশেষ উদ্দেশ্য

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উক্ত সাধারণ উদ্দেশ্যের পাশাপাশি আরো কিছু বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। এর মধ্যে ক'টি হলো :

৭.১. অংশীদারি কারবারের উদ্দেশ্য ও কল্যাণ

ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণ থেকে শুরু করে শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সকল অগ্রগতির ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু হলো পুঁজি। উৎপাদনের অন্যতম উপাদানও এই পুঁজি। কিন্তু শুধু ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র পুঁজি ও নিজের সীমাবদ্ধ যোগ্যতা দিয়ে সবসময় বড় আকারের ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা বড় ধরনের শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজি একত্র করে বৃহৎ পুঁজি গঠন করা। বৃহৎ পুঁজি গঠনের একটি প্রধান মাধ্যম হলো অংশীদারি কারবার। এ অংশীদারি কারবারের মাধ্যমে অনেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজি একত্র করে এবং সকলের যোগ্যতাকে সমন্বয় করে বড় ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব হয়। এতে করে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও বেকারত্ব হ্রাস পায় এবং জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সকল অংশীদার লাভবান হতে পারে। সর্বোপরি ইসলামী সমাজের ভ্রাতৃত্ব ও ভালো কাজে সহযোগিতার বিষয়টিও অংশীদারি পদ্ধতির মাধ্যমে বেড়ে যায়। তাই বলা যায়, মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কল্যাণ অর্জনের পথ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যেই ইসলামে অংশীদারি ব্যবসাকে বৈধ করা হয়েছে।

৭.২. ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্য ও কল্যাণ

কোনো মানুষই এককভাবে নিজের সকল প্রয়োজন পূরণে সক্ষম নয়। একজনের কাছে হয়তো এক ধরনের পণ্য আছে, কিন্তু তার প্রয়োজন অন্য ধরনের পণ্য। এই প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যেই পরস্পরের মধ্যে ক্রয়বিক্রয় ও লেনদেন জরুরি। তাই বলা যায়, ক্রয়বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদা পূরণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যেই ইসলামী শরী'আহ্তে এটিকে বৈধ করা হয়েছে। ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে নিহিত কল্যাণের প্রতি ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন :

ثلاث فيهن البركة . البيع إلى أجل والمقارضة وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع

৭৬. আল-কুরআন, ৩৫ : ১২

'তিনটি জিনিসের মধ্যে বরকত নিহিত। বাকিতে বিক্রয়, মুকারাদাহ্ (মুদারাবাহ্) এবং বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নয় বরং ঘরে খাওয়ার উদ্দেশ্যে যবের সঙ্গে গম মেশানো।'[৭৭]

সুদের বিনিময়ে ঋণের আদান-প্রদান ইসলামে নিষিদ্ধ। অর্থ ঋণ দিয়ে কৃত্রিম উৎপাদন সৃষ্টির পরিবর্তে প্রকৃত লেনদেন ও উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম ক্রয়বিক্রয় পদ্ধতিকে অনুমোদন করেছে। ক্রয়বিক্রয় পদ্ধতি অনুশীলনে প্রতিটি লেনদেন হয় বস্তুনিষ্ঠ ও উৎপাদনশীল। যে কারণে সমাজে কৃত্রিম অর্থ সৃষ্টির সুযোগ কমে যায় এবং আর্থিক মন্দা ও অস্থিতিশীলতার কবল থেকে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পদ নিরাপদ হয়।

৭.৩. যাকাতের উদ্দেশ্য

যাকাত ইসলামের এক অনন্য মৌলিক বিষয়। আল-কুরআনে সালাত ও যাকাতকে আটাশ স্থানে এবং হাদীসে এ দুটিকে দশ-দশটি স্থানে পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। যাকাতে ইবাদতের ভাবধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠা সত্ত্বেও তাতে একটা মানবিক কল্যাণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য প্রকট হয়ে আছে। এসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় দিককেই অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহ নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয় যেমন, তেমনি নয় নিছক সামষ্টিক। তার অনেকগুলো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে প্রতিভাত হয়, সে যাকাতদাতা হোক কি গ্রহীতা। আবার তার অনেকগুলো ভাবধারা মুসলিম সমাজে প্রতিফলিত হয় তার লক্ষ্য বাস্তবায়নে, কল্যাণময় দায়িত্বের সম্প্রসারণে এবং তার সমস্যাসমূহ সুষ্ঠু সমাধানে।[৭৮] যাকাতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ক'টি হলো :

৭.৩.১. দারিদ্র্য বিমোচন ও অভাবীদের চাহিদা পূরণ

যাকাতের প্রধান লক্ষ্য হলো দরিদ্রকে সচ্ছল করে দেয়া। ফকীর ও মিসকীন হলো যাকাতের অর্থ ব্যয়ের প্রধান খাত। মহানবী স. কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবল এ খাতটির কথাই উল্লেখ করেছেন। কারণ প্রথমত এটিই যাকাতের উদ্দেশ্য।[৭৯] যেমন তিনি বলেছেন, تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 'তাদের ধনীদের থেকে যাকাত গ্রহণ করে তা তাদের ফকীরদের মাঝে ফিরিয়ে দেয়া হবে।'[৮০]

৭.৩.২. ধনীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও সম্পদের পবিত্রতা বিধান : যাকাতের একটি উদ্দেশ্য হলো, যাকাতদাতার ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং তার ধনসম্পদ ও আত্মার পরিশুদ্ধি সাধন করা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন,

৭৭. ইমাম ইবনু মাজাহ, *সুনান*, অধ্যায় : আত-তিজারাত, অনুচ্ছেদ : আশ-শিরকাহ ওয়াল মুদারাবা, ঢাকা : আল-মাকতাবাহ আল-ইসলামীয়্যাহ, পৃ. ১৬৫, হাদীস নং-২২৮৯

৭৮. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামের যাকাত বিধান*, অনুবাদ- মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮, খ. ২, পৃ. ৩৯৩

৭৯. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন*, ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ৯৯

৮০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : উজুবুয্ যাকাত, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৮২, হাদীস নং ১৩৯০

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾

তাদের সম্পদ থেকে সাদাকাহ্ আদায় করো। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত করবে।[৮১]

বস্তুত ধনীর সম্পদে দুর্বল-অক্ষম ও ফকীরদের অধিকার মিশে আছে। ধনীদের নিকট থেকে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে তাদের সম্পদকে পবিত্র করা যায়। আর এ অধিকার আদায়ের মাধ্যমে ধনীর মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। তার উদারতা, বিশালতা ও আত্মিক ঐশ্বর্য বেড়ে যায়।

৭.৩.৩. সামাজিক সহযোগিতা ও সম্পর্দের আবর্তন : যাকাতের উদ্দেশ্যের আরো কতক দিক হলো ধনী ও গরিবের মাঝে সামাজিক সহযোগিতা সৃষ্টি করা, আয়-বৈষম্য হ্রাস করা ও সম্পদের আবর্তন ঘটানো। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ﴾

সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।[৮২]

৭.৩.৪. সামষ্টিক কল্যাণ বৃদ্ধি : যাকাত সামষ্টিক উৎপাদন ও উন্নয়ন বৃদ্ধির মাধ্যমে সামষ্টিক কল্যাণ নিশ্চিত করে। এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ আবুল আ'লা র. বলেন,

'সমাজ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণ তার সামাজিক বৃহত্তর কল্যাণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একজনের কাছে যে অর্থ আছে তা যদি অন্য এক ভাইয়ের সাহায্যার্থে ব্যয়িত হয়, তবে এ অর্থই আবর্তিত হয়ে অভাবিতপূর্ব কল্যাণ নিয়ে পুনরায় তার হাতেই ফিরে আসবে। পক্ষান্তরে নিতান্ত সংকীর্ণ দৃষ্টির বশবর্তী হয়ে যদি সে তা নিজের কাছেই সঞ্চয় করে রাখে কিংবা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থজনিত কাজে ব্যয় করে, তবে ফলত সে অর্থ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। উদাহরণস্বরপ বলা যায়, একটি এতিম শিশুকে যদি লালন-পালন করা হয় এবং উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে উপার্জনক্ষম করা হয়, তবে তাতে সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি নিজের অর্থ ব্যয় করে এ কাজ করেছে সে তা থেকে অংশ লাভ করতে পারবে। কারণ, উভয় ব্যক্তিই একই সমাজের লোক।'[৮৩]

৭.৪. সুদ নিষিদ্ধের কারণ ও যৌক্তিকতা

সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার যৌক্তিকতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন,

﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾

মানুষের ধন-সম্পদ বেড়ে যাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকো, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বাড়ায় না। কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাকো তা বেড়ে যায়; তারাই সমৃদ্ধশালী।[৮৪]

৮১. আল-কুরআন, ৯ : ১০৩
৮২. আল-কুরআন, ৫৯ : ৭
৮৩. সাইয়েদ আবুল আ'লা, *ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ১৮৫
৮৪. আল-কুরআন, ৩০ : ৩৯

সুদ হারাম হওয়ার যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে ইমাম রাযী র. তাঁর তাফসীরে যা লিখেছেন তার সারমর্ম দাঁড়ায়, সুদের কোনো বিনিময় মূল্য নেই। এটা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ হরণ করার শামিল। সুদের ওপর নির্ভরতা মানুষকে শ্রমবিমুখ করে তোলে। ফলে শ্রম করে ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে খাটাখাটুনির কোনো প্রয়োজন বোধই করবে না মানুষ এবং এর দরুন সামাষ্টিক কল্যাণ ব্যবস্থা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে। আর ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কৃষি, নির্মাণ প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন না হলে মানব-সাধারণের কোনো কল্যাণের চিন্তা বা আশাই করা যায় না। সুদি ঋণদান ব্যবস্থা চালু থাকলে ধনী আরো ধনী হবে এবং গরিব হবে আরো গরিব। কারণ সাধারণত সুদ খায় ধনীরা আর দেয় গরিবরা।[৮৫]

উপসংহার

বর্তমানে অর্থনীতি ও ব্যাংকিংয়ের সাথে মানুষের সম্পর্ক নিবিড় ও গভীর। কিন্তু প্রচলিত অর্থনীতি ও ব্যাংকিং মানুষের কল্যাণ সাধনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। বারবার অর্থনৈতিক মন্দা বহু মানুষকে সর্বস্বান্ত করেছে। সুদভিত্তিক অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ধনীকে আরো ধনী এবং নিঃস্বকে করেছে নিঃস্বতর। এ ক্ষেত্রে শরী'আহ্ভিত্তিক কল্যাণমুখী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম। সমসাময়িক অর্থনৈতিক সমস্যা, বিশেষ করে অর্থনৈতিক মন্দা, অস্থিতিশীলতা, চরম দারিদ্র্য, বেকারত্ব ইত্যাদি সমস্যার সমাধানে ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্যের আলোকে চিন্তাগবেষণার জন্য ইসলামী স্কলারদের আরো বেশি আত্মনিয়োগ করা জরুরি।

পরিশেষে বলা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আমাদের এই মানবজাতি। তিনি এই মানুষের প্রতি করেছেন করুণা এবং তাদেরকে পথ দেখানোর জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ ও কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এই নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানবজাতিকে দেয়া হয়েছে একই দ্বীন বা জীবনবিধান এবং সময়োপযোগী করে দেয়া হয়েছে শরী'আহ্ বা আইন-কানুন। মহান আল্লাহ্র আইন-কানুন ব্যাপক ও বিস্তৃত। তিনি যেমন মানুষের জন্য আইন প্রণয়ন করেছেন, তেমনি বিশ্ব-প্রকৃতিকে সুন্দর ও সুচারুভাবে পরিচালনার জন্যও প্রণয়ন করেছেন বিভিন্ন আইন-কানুন। প্রকৃতি জগতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত আইন-কানুন অনুসৃত হচ্ছে বলেই সেখানে কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। তেমনিভাবে অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আহ্র নীতি-পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হলে থাকতো না শোষণ-জুলুম ও কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা।

৮৫. ড. ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, অনুবাদ- মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২, পৃ. ৩৬৬-৩৬৭